194080 - শিকার করার শর্তাবলি

প্রশ্ন

ইসলামে কি শিকার করা বৈধ? শিকার করার শর্তাবলি কী কী? আমি কি গোপনে শিকার করতে পারব? কারণ আমি যে দেশে বসবাস করি সেখানে শিকার করা নিষিদ্ধ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

স্থলভাগের প্রাণী শিকার করার মূল বিধান হচ্ছে বৈধতা। তবে যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে কিংবা ইহরাম না বাঁধলেও হারাম এলাকার মধ্যে থাকে তার জন্য বৈধ নয়।

অন্যদিকে মাছসহ জলভাগের অন্যান্য প্রাণী শিকার করা ইহরামরত ব্যক্তি ও অন্য সবার জন্য বৈধ।

সুতরাং কেউ যদি বৈধ প্রাণী শিকার করে তা বিক্রি করা, খাওয়া বা দান করা প্রভৃতির মাধ্যমে উপকৃত হয় তাহলে আলেমদের ঐকমত্য অনুসারে তা করতে কোনো নিষেধ নেই।

দেখুন: (152261) নং প্রশ্নের উত্তর।

দুই:

স্থলভাগে শিকারের শর্তাবলি শিকারী, শিকার ও শিকারের উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত। আমরা সংক্ষেপে এর বিবরণ দিব:

১। শিকারীর শিকার সঠিক হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি আবশ্যক:

- শিকারী ব্যক্তি আকলবান ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। এটি অধিকাংশ ফকীহের মত (হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীদের, শাফেয়ী মাযহাবেরও একটি মত)। কেননা তাদের দৃষ্টিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও আকলহীন ব্যক্তি যবাই করার উপযুক্ত নয়। সুতরাং সে শিকার করারও উপযুক্ত নয়। এবং যেহেতু শিকার করার ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও বিসমিল্লাহ বলা প্রয়োজন। কিন্তু আকলহীন লোকের পক্ষ থেকে এ দুটোর কোনটি সঠিক হয় না। হানাফী ও হাম্বলীরা এভাবে কারণ

দর্শয়িে থাকনে।

- শকিারী ব্যক্তি হালাল অবস্থায় থাকা। যদি সে হজ্জ অথবা উমরার নয়িতে ইহরামরত অবস্থায় থাকে তাহলে সে যা শকিার করছে তা খাওয়া যাবে না। বরং সটেি মৃত প্রাণী হসিবেে গণ্য হবে।
- শকিারী ব্যক্তি এমন হবে যার যবাই হালাল। অর্থাৎ মুসলমি বা আহলে-কতিাব হবে। সুতরাং মুশরকি, অগ্নপিূজারী, সাম্যবাদী নাস্তকি, মুরতাদ প্রমুখ শ্রণেীর মানুষরে শকিার হালাল হবে না।

অতএব, পুরোপুরভিাবে নামায পরত্যিাগ করা ব্যক্তরি শকিার ও যবাই হালাল হবে না। কারণ সে কাফরে মুরতাদ।

- শকিারী ব্যক্তি শকিাররে উপকরণ নক্ষিপে অথবা প্ররেণরে সময় আল্লাহর নাম নবি। এটি অধকিাংশ ফকীহরে (হানাফী, মালকেী ও হাম্বলীদরে) মত।
- শকিাররে উপকরণ প্ররেণরে মাধ্যমে শকিারী ব্যক্তরি উদ্দশ্যে হবে বধে কছিু শকিার করা। সে যদি কোনো তীর বা শকিারী প্রাণী কোন মানুষ বা গৃহপালতি প্রাণী বা পাথরকে উদ্দশ্যে করে নক্ষিপে করে কন্তিু সটেি কোনো শকিাররে পশুকে আঘাত করে তাহলে হালাল হবে না।

২। শকিারকৃত প্রাণীর ক্ষত্রেে শর্তাবলি:

- শকিারকৃত প্রাণী এমন জন্তু হবে যার মাংস খাওয়া জায়যে। এটি সকল ফকীহরে মত, যদি গোশত খাওয়ার জন্য প্রাণীটি শকিার করা হয়ে থাকে। নছিক শকিার করার ব্যাপারে তাদরে মাঝে মতভদে রয়ছে: হানাফী ও মালকেীরা মনে করনে যে শকিারকৃত প্রাণীর মাংস বধৈ হওয়া শর্ত নয়। বরং তাদরে দৃষ্টতিে যে প্রাণীর মাংস খাওয়া বধৈ, আর যে প্রাণীর মাংস খাওয়া বধৈ নয় উভয়টি শকিার করা যাবে; যাতে করে শকিারকৃত প্রাণীর চামড়া, চুল অথবা পালক থকেে উপকৃত হওয়া যায় অথবা এর ক্ষতি প্রতহিত করা যায়। অন্যদকিে শাফয়েী ও হাম্বলীদরে দৃষ্টতিে মাংস হালাল নয় এমন প্রাণী শকিার করা অথবা যবাই করা জায়যে নয়।
- শকিারকৃত প্রাণী এমন বন্য প্রাণী হবে যে নজিরে পা বা ডানা দয়িে মানুষকে প্রতহিত করে। বন্য দ্বারা উদ্দশ্যে যা স্বভাবগতভাবে বন্য হওয়া, অর্থাৎ যে প্রাণীকে কৌশল খাটানো ছাড়া পাকড়াও করা যায় না। অন্যদকিে যে সমস্ত গৃহপালতি প্রাণীর মালকি রয়ছে সগেুলো শকিার করা জায়যে নইে।
- পবত্রি হারাম এলাকার শকিার না হওয়া। ফকীহরা একমত যে হারাম এলাকার স্থলপ্রাণী শকিার করা (অর্থাৎ যার সন্তান জন্মদান ও বংশধারা স্থলে হয়ে থাকে) হারাম; চাই তার মাংস খাওয়া বধৈ হোক কংিবা অবধৈ।
- শকিার লম্বা সময় শকিারীর অগোচরে না থাকা এবং শকিারী শকিারকে তালাশ না করে বসে থাকা। যদি শকিার শকিারীর চোখরে আড়ালে চলে যায় এবং শকিারী সটেরি তালাশ না করে বসে থাকে, তাহলে সইে শকিার খাওয়া যাবে না। আর যদি তার অগোচরে চলে না যায় কংিবা অগোচরে গলেওে সে বসে না থকেে তালাশ করতে থাকে তাহলে এই প্রাণী খাওয়া যাবে। ফকীহরা সামগ্রকিভাবে এ ব্যাপারে একমত।

- যদি কোনো শিকারকে লক্ষ্য করে অস্ত্র নিক্ষেপ করার ফলে তার অঙ্গহানি হয়, কিন্তু সেই প্রাণীটি বেঁচে গিয়ে স্বাভাবিক জীবন লাভ করে তাহলে উক্ত পৃথক হওয়া অঙ্গ হারাম। এ ব্যাপারে ফকীহদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'পশু জীবিত থাকা অবস্থায় তার থেকে যে অংশ কেটে ফেলা হয়েছে সেটা মৃত।'[সুনানে আবু দাউদ (২৮৫৮), শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে হাদীসটিকে সহিহ বলেছেন] আর যে জীবিত প্রাণীর অঙ্গহানি হয়েছে সেই প্রাণীকে অবশ্যই যবাই করতে হবে। অন্যথায় সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রাণী হারাম।

অন্যদিকে জলভাগের শিকারের ক্ষেত্রে এই সমস্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য নয়। অধিকাংশ ফকীহের মতে (মালেকী, হাম্বলী ও শাফেয়ীদের বিশুদ্ধতম মত) সমুদ্রের সকল প্রাণী শিকার করা ও খাওয়া বৈধ; সেটি মাছ হোক বা অন্য কিছু। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ 'তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে জলের শিকার ও খাদ্য।' অর্থাৎ জলের শিকারযোগ্য প্রাণী।

সুতরাং যে সমস্ত প্রাণী কেবল জলেই বাস করে সেগুলো সবই হালাল; হোক তা জীবিত কিংবা মৃত।

৩। শিকারের উপকরণের শর্তাবলি:

শিকারের উপকরণ দুই ধরনের: জড় উপকরণ অথবা প্রাণী।

(ক) জড় উপকরণ:

- শিকারের অস্ত্র এমন ধারালো হওয়া যাতে করে এটি কেটে বা বিদ্ধ করে গোশতে ক্ষত সৃষ্টি করতে এবং প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যথায় যবেহ ছাড়া তা হালাল হবে না। অস্ত্রটি লোহার হওয়া শর্ত নয়। যে কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে শিকার করা বৈধ, হোক সেটি লোহা কিংবা ধারালো কাঠ অথবা মসৃণ পাথর বা অনুরূপ কিছু; যা শরীরের ভেতরে ঢুকে যায়।
- অস্ত্রটির এর ধার দিয়ে শিকারকে আক্রান্ত করে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করা শর্ত। ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার মাধ্যমে মৃত্যু হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। নতুবা সেটি খাওয়া হালাল হবে না। কারণ যে প্রাণী শিকারের অস্ত্রের পার্শ্ব অথবা ভারের কারণে নিহত হয় তা মাওকূযাহ (আঘাতের মাধ্যমে মৃত) প্রাণী হিসেবে গণ্য হবে, যা হালাল নয়।
- গুলি করে শিকার করা হালাল। যদি আপনি বন্দুকের মাধ্যমে পাখি কিংবা অন্যান্য প্রাণী যেমন: খরগোশ, হরিণ প্রভৃতিকে গুলি করেন এবং গুলি নিক্ষেপের সময় আল্লাহর নাম নেন (বিসমিল্লাহ বলেন) তাহলে সেটি হালাল হবে; যদিও আপনি প্রাণীটিকে মৃত অবস্থায় পান।
- ফকীহদের মতে বিষাক্ত তীর দিয়ে শিকার করা জায়েয নেই; যদি ব্যক্তি নিশ্চিত হয় অথবা ধারণা করে যে বিষ ঐ শিকারকৃত প্রাণী হত্যায় ভূমিকা রেখেছে বা এ ধরনের সম্ভাবনা থাকে। কারণ এ অবস্থায় প্রাণী হত্যায় হালাল ও

হারাম বষিয়রে সমন্বয় ঘটছে। ফলে হারামকে প্রাধান্য দওেয়া হয়ছে। যমেনভিাবে কোনো প্রাণী হত্যায় যদি অগ্নি-উপাসক ও মুসলমিরে তীর একত্র হয় (তাহলে অগ্নি-উপাসকরে তীরকে প্রাধান্য দয়িে হারাম গণ্য করা হবে)। আর যদি এ ধরনরে সম্ভাবনা না থাকে তাহলে হারাম হবে না।

(খ) প্রাণী:

প্রশক্ষিতি প্রাণী দয়িে শকিার করা জায়যে। এ ধরনরে প্রাণীগুলোকে جوارح (জাওয়ারহে) বলা হয়ে থাকে। সটেি হতে পারে কুকুর, হংিস্র কোনো প্রাণী কংিবা দন্ত বা নখরবশিষ্টি পাখি। এক্ষত্রেে প্রশক্ষিতি কুকুর, চতিাবাঘ, বাঘ, সংিহ, বাজপাখসিহ সব ধরনরে প্রশক্ষিতি প্রাণী সমান। যমেন: ঈগল, বাজপাখি, শ্যনে প্রভৃতি।

মূলনীতি হলো: যে সকল প্রাণী শক্ষিা গ্রহণ করার সক্ষমতা রাখে এবং যগেুলোকে শখোনো যায় সগেুলো দয়িে শকিার করা মৌলকিভাবে জায়যে।

প্রাণীর ক্ষত্রেে নম্নিোক্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য:

- প্রাণী প্রশক্ষিতি হতে হবে। এ ব্যাপারে ফকীহরা একমত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলনে:

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ

"তোমেরা শকিারে পাঠানোর জন্য যে সমস্ত পশু-পাখকিে প্রশক্ষিণ দয়িছে।"[সূরা মায়দো: ৪]

- প্রশক্ষিতি পশু শকিারকৃত পশুর শরীররে যে কোনো অঙ্গে আঘাত করবে। এটি মালকেী ও হাম্বলীদরে মত। হানাফী মাযহাবওে এই মতরে উপর ফতোয়া প্রদান করা হয়। আর শাফয়েীদরে কাছে প্রসদ্ধিতম মতরে বপিরীত মত। সুতরাং যদি শকিারী পশু তার সাথে সংঘর্ষরে মাধ্যমে কংিবা এমন কামড় দওেয়ার মাধ্যমে তাকে হত্যা করে যাতে প্রাণীটি ক্ষত-বক্ষিত হয় না, তাহলে সটেি বধৈ হবে না। যমেনভিাবে শকিাররে জড় অস্ত্ররে প্রস্থ বা ভার দয়িে হত্যা করা হলে বধৈ হয় না। অনুরূপভাবে যদি (প্রশক্ষিতি) কুকুরকে সে প্ররেণ করে আর সটেি প্রাণীকে আঘাত করে তার ঘাড় ভঙেে দয়ে কন্তিু তাকে ক্ষত-বক্ষিত করে না কংিবা তার বুকরে উপর ভর দয়িে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে তাহলওে বধৈ হবে না।
- প্রশক্ষিতি পশুকে কোনো মুসলমি বা আহলে-কতিাব 'বসিমল্লিাহ' বলার সাথে সাথে প্ররেণ করবে। যদি সে নজিে নজিে চলে যায় কংিবা মালকিরে হাত থকেে ছুটে যায় অথবা তাকে প্ররেণরে সময় মালকি 'বসিমল্লিাহ' না বলে আর সে শকিার নয়িে হত্যা করে ফলেে তাহলে মৌলকিভাবে সটেি খাওয়া যাবে না।
- পশু প্ররেণরে পর সটেি অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হবে না; যাতে করে শকিারকে প্ররেণরে সাথে সম্পৃক্ত করা যায়। হানাফী ও মালকেীদরে গ্রন্থে এই শর্তটি পাওয়া যায়।

- ফকীহরা একমত যে যদি শিকারে এমন ব্যক্তি অংশ নেয় যার শিকার হালাল যেমন: মুসলিম অথবা খ্রিষ্টান আর এমন ব্যক্তিও অংশ নেয় যার শিকার হালাল নয়, যেমন: অগ্নিপূজারী অথবা মূর্তিপূজারী, তাহলে এই শিকার হারাম হবে এবং খাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে হারামের দিকে হালালের দিকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। সুতরাং কোনো অগ্নিপূজারী যদি মুসলিমের সাথে অংশ নিয়ে দুইজনই শিকারকে উদ্দেশ্য করে নিক্ষেপ করে অথবা দুজনই প্রশিক্ষিত প্রাণী প্রেরণ করে, তাহলে উক্ত শিকার হারাম হবে। কারণ এই প্রাণী হত্যায় হালাল ও হারামের মিশ্রণ ঘটেছে, ফলে আমরা হারামকে প্রাধান্য দিয়েছি।[দেখুন: আল-মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ (২৮/১১৭-১৪২)]

তিনি:

যদি রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন শিকারের বৈধতা প্রদান না করে অথবা নিষেধ করে তাহলে শিকার করা জায়েয নেই। কারণ এতে করে ঐ রাষ্ট্রের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় যে রাষ্ট্রে ব্যক্তি ভিসা ও কর্মের চুক্তিতে প্রবেশ করেছে। তার জন্য এই চুক্তি মেনে চলা এবং তাদের দেওয়া শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। তারা তাকে তার রাষ্ট্রে কেবল ঐ নিয়মকানুন মেনে চলার শর্তেই প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শিকারে নিষেধাজ্ঞা জনকল্যাণের স্বার্থেই হয়ে থাকে, এ অবস্থায় তা মেনে চলা আবশ্যক।

আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে তা মেনে চলা আবশ্যক নয়; তবুও আইন লঙ্ঘন করার ফলে শাস্তির সম্মুখীন হওয়া এমনকি দোষীতর হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। আকলবান ব্যক্তি কখনো নিজের এবং নিজ পরিবারের ক্ষতি করবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।